প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ ২০১৩

চোখে ছানি চিকিৎসায় কৃত্রিম লেন্স

অধ্যাপক এম. নজরুল ইসলাম ●

সাধারণত ৬০ বছর বয়স থেকে চোখের প্রাকৃতিক লেন্সটি ঘোলা হতে শুরু করে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। একে চোখের ছানি পড়া বলি। বয়স ছাড়াও চোখের আঘাত, প্রদাহ, ডায়াবেটিস, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নানা কারণে ছানি পড়তে পারে। ছানির একমাত্র চিকিৎসা—অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ওই ঘোলা লেন্সটি ফেলে দেওয়া। আর একই স্থানে একটি কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া। এই অস্ত্রোপচারের নাম ফ্যাকো সার্জারি ও ফোল্ডেবল লেন্স সংযোজন।

অস্ত্রোপচার সফল হলে এবং চোখের অন্য কোনো জটিল রোগ না থাকলে সব লেন্স দিয়েই ভালো দেখা যায়। তবে লেন্সের গুণগত পার্থক্য আছে। ফোল্ডেবল লেন্সের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, চোখের পাশে ছোট্ট একটি ছিদ্র করে ফ্যাকো সার্জারি করে একই ছিদ্র দিয়ে লেন্সটি প্রবেশ করিয়ে সঠিক স্থানে বসানো যায়।

এগুলো সাধারণত মনোফোকাল লেন্স। অর্থাৎ লেন্স লাগানোর পর রোগী সাধারণত দূরে ভালো দেখবেন। কাছে দেখার জন্য তাকে রিডিং গ্লাস বা চশমা নিতে হবে। কেউ চশমা ছাড়া পড়াশোনা করতে চাইলে কৃত্রিম লেন্সের পাওয়ার দু-তিন ডায়াপ্টার বাড়িয়ে দিয়ে খালি চোখেই দেখা সম্ভব; তবে তখন তাদের দূরে দেখার জন্য দু-তিন ডায়াপ্টার মাইনাস পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করতে হবে।

বর্তমানে সর্বাধুনিক লেন্স হচ্ছে মাল্টিফোকাল কৃত্রিম লেন্স। এই লেন্স লাগালে ৭০-৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে চশমা ছাড়াই কাছে ও দূরে দেখা যায়। কম্পিউটার বা স্ক্রিনের কাজও সহজে করা যায়। ২০-৩০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে খুব ছোট লেখা দেখার জন্য চশমার প্রয়োজন হতে পারে। তবে মাল্টিফোকাল লেন্সের দাম অনেক বেশি এবং চোখের ভেতরে কোনো রোগ থাকলে এই লেন্স না লাগানোই ভালো।

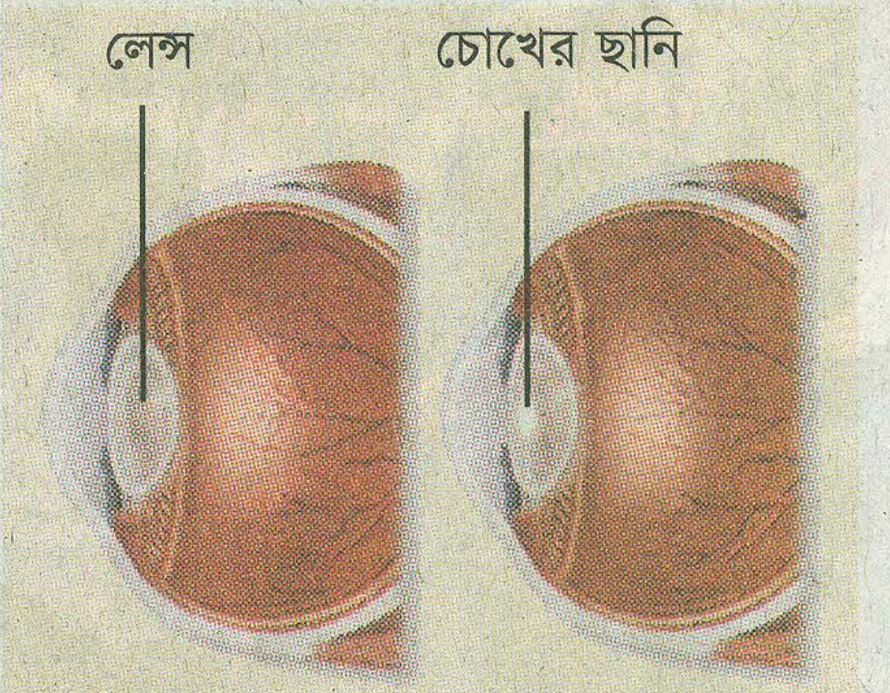

সর্বাধুনিক লেন্স হচ্ছে মাল্টিফোকাল কৃত্রিম লেন্স। এই লেন্স লাগালে ৭০-৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে চশমা ছাড়াই কাছে ও দূরে দেখা যায়। ২০-৩০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে খুব ছোট লেখা দেখার জন্য চশমার প্রয়োজন হতে পারে

● চক্ষু বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা